গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা-১ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
www.hsd.gov.bd

নং- ৪৫.০০.০০০০.১৬০.২২.০০২.২৪.৩৮৯ তারিখঃ ১৩/১১/২০২৪

বিষয়: **'স্বাস্থ্য সেবা ও সুরক্ষা অধ্যাদেশ, ২০২৪' এর খসড়া জনমত যাচাইয়ের জন্য ওয়েবসাইটে প্রকাশ**

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে 'স্বাস্থ্য সেবা ও সুরক্ষা অধ্যাদেশ, ২০২৪' এর খসড়ার উপর জনমত যাচাইয়ের লক্ষ্যে খসড়া অধ্যাদেশটি স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের ওয়েবসাইটে প্রকাশপূর্বক আগামী ১৪/১১/২০২৪ হতে ৩০/১১/২০২৪ তারিখ পর্যন্ত উন্মুক্ত রেখে প্রাপ্ত মতামত এ শাখায় প্রেরণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তিঃ 'স্বাস্থ্য সেবা ও সুরক্ষা অধ্যাদেশ, ২০২৪' এর খসড়া

১৩/১১/২০২৪

(উম্মে হাবিবা)
উপসচিব
ফোন: +৮৮-০২-৯৫৫৬৯৮৯
ই-মেইল: ghm1@hsd.gov.bd

সিস্টেম এনালিস্ট
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ

অনুলিপি: সদয় জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

১. মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা
২. উপদেষ্টার একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৩. সিনিয়র সচিবের একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা
৪. অতিরিক্ত সচিব (হাসপাতাল) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
৫. যুগ্মসচিব (সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ

E:\Law\সুরক্ষা আইন\Letter.docx

২০২৪ সনের........ নম্বর অধ্যাদেশ

স্বাস্থ্য সেবা ও সুরক্ষা আইন, ২০২৪ প্রণয়নকল্পে প্রণীত অধ্যাদেশ

যেহেতু মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক জাতীয় সংসদ বিলুপ্ত ঘোষণা করা হয়েছে; ....

যেহেতু স্বাস্থ্য সেবায় নিয়োজিত ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান ও স্বাস্থ্য সেবা গ্রহীতার সুরক্ষা প্রদান এবং প্রতিষ্ঠানসমূহের দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে একটি যুগোপযোগী আইন প্রণয়ন অত্যাবশ্যকীয়;

যেহেতু সংবিধান অনুসারে স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত, সার্বজনীন সুরক্ষার লক্ষ্য অর্জনের পাশাপাশি দেশে নিরাপদ ও মানসম্মত স্বাস্থ্য সেবা প্রদান নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে স্বাস্থ্য সেবা প্রতিষ্ঠানসমূহ যথাযথ পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণে 'The Medical Practice and Private Clinics and Laboratories (Regulation) Ordinance, 1982' রহিতক্রমে একটি নতুন যুগোপযোগী আইন প্রণয়ন সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ অধ্যাদেশ প্রণয়ন করা হইল:-

প্রথম অধ্যায়
প্রারম্ভিক

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন**—(১) এই আইন 'স্বাস্থ্য সেবা ও সুরক্ষা অধ্যাদেশ, ২০২৪' নামে অভিহিত হইবে; এবং

(২) এই অধ্যাদেশ —
(ক) সরকার সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা যে তারিখ নির্ধারণ করিবে, সেই তারিখ হইতে কার্যকর হইবে।
(খ) এই আইন পাবলিক, স্বায়ত্বশাসিত ও বেসরকারি স্বাস্থ্য সেবা প্রদানকারী সকল প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রযোজ্য হইবে।

২। বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকিলে এই আইনে-
(১) **'স্বাস্থ্য সেবা'** অর্থ স্বাস্থ্য সেবা প্রদানকারী ব্যক্তি কর্তৃক রোগ প্রতিরোধ, স্বাস্থ্য উন্নয়ন, রোগীর রোগ নির্ণয়, নিরাময়, রোগ প্রশমন, রোগীর পুর্নবাসন, নিরাময় অযোগ্য রোগের সকল ধরনের সেবা;

(২) **'স্বাস্থ্য সেবা গ্রহীতা'** অর্থ স্বাস্থ্য সেবা গ্রহণের জন্য চিকিৎসক এবং স্বাস্থ্য সেবা প্রদানকারী ব্যক্তির কাছে শরণাপন্ন ব্যক্তি;

(৩) **'স্বাস্থ্য সেবা প্রদানকারী ব্যক্তি'** অর্থ উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অধীনে নিবন্ধিত স্বীকৃত মেডিক্যাল এবং ডেন্টাল চিকিৎসক, মেডিক্যাল অ্যাসিসটেন্ট, নার্স, মিডওয়াইফ, চিকিৎসা সহায়তাকারী অথবা স্বাস্থ্য সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানে স্বাস্থ্য সেবায় নিয়োজিত ব্যক্তি;

(৪) **'রোগী'** অর্থ চিকিৎসক এবং স্বাস্থ্য সেবায় নিয়োজিত ব্যক্তির নিকট সেবা প্রাপ্তির লক্ষ্যে আগত সেবা গ্রহীতা;

(৫) **'চিকিৎসক'** অর্থ বাংলাদেশ মেডিকেল ও ডেন্টাল কাউন্সিল আইন, ২০১০ এ বর্ণিত "স্বীকৃত মেডিকেল চিকিৎসক" ও "স্বীকৃত ডেন্টাল চিকিৎসক", বাংলাদেশ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা শিক্ষা আইন, ২০২৩ এ বর্ণিত "হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক" বা সরকার কর্তৃক আইন দ্বারা নির্ধারিত স্বাস্থ্য সেবা প্রদানে জড়িত অন্য কোন পেশাজীবী;

(৬) **'নার্স'** অর্থ বাংলাদেশ নার্সিং ও মিডওয়াইফারি কাউন্সিল আইন, ২০১৬ (২০১৬ সনের ৪৮ নং আইন) এর অধীনে নিবন্ধিত নার্স;

(৭) **'মিডওয়াইফ'** অর্থ বাংলাদেশ নার্সিং ও মিডওয়াইফারি কাউন্সিল আইন, ২০১৬ (২০১৬ সনের ৪৮ নং আইন) এর অধীনে নিবন্ধিত মিডওয়াইফ;

(৮) **'মেডিক্যাল অ্যাসিসটেন্ট'** অর্থ স্বাস্থ্য অধিদপ্তর অনুমোদিত কারিকুলামের অধীনে কিংবা সরকার অনুমোদিত বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের মেডিক্যাল কারিকুলামের অধীনে মেডিক্যাল অ্যাসিসটেন্ট সনদধারী ব্যক্তি;

(৯) **'চিকিৎসা সহায়তাকারী'** অর্থ নিবন্ধিত চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে চিকিৎসা সেবা ও আনুষঙ্গিক বিষয়ে সহায়তা প্রদানকারী ব্যক্তি;

(১০) **'বেসরকারি চিকিৎসা সেবা (Private Medical Practice)'** অর্থ সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে বেসরকারি মালিকানায় স্থাপিত হাসপাতাল বা যেকোনো চিকিৎসাসেবা প্রতিষ্ঠান এবং ব্যক্তিগত চেম্বারে আগত রোগীকে প্রদান করা সকল চিকিৎসা সেবাসহ পরামর্শ সেবা;

(১১) **'হাসপাতাল'** অর্থ চিকিৎসা সেবা প্রদানের উদ্দেশ্যে স্থাপিত কোনো সরকারি বা সরকার কর্তৃক অনুমোদিত কোনো বেসরকারি হাসপাতাল, ক্লিনিক, নার্সিং হোম, মেডিক্যাল সেন্টার, মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতাল, মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল, বিশেষায়িত হাসপাতাল বা ইনস্টিটিউট, ডেন্টাল কলেজ হাসপাতাল, চিকিৎসা সহযোগী প্রতিষ্ঠান ও ডায়ালাইসিস সেন্টার, রেডিওলজি সেন্টার, ফিজিওথেরাপী সেন্টার, রেডিওথেরাপি চিকিৎসা, অ্যাম্বুলেটরি ডে-কেয়ার, কেমোথেরাপি সেন্টার, মানসিক স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র, ডেন্টাল চেম্বার বা বিশেষায়িত সেবা বা সরকার কর্তৃক প্রজ্ঞাপন দ্বারা নির্ধারিত স্বাস্থ্য সেবা প্রতিষ্ঠান উহা যে নামেই অভিহিত হউক না কেন;

(১২) **'চিকিৎসা সেবা সহায়তা (Service Associated Auxiliary Services) প্রতিষ্ঠান'** অর্থ প্যাথলজিক্যাল ল্যাবরেটরি, ডায়াগনস্টিক সেন্টার, ইমেজিং সেন্টার, ব্লাড ব্যাংক, প্লাজমা ব্যাংক, মেডিক্যাল চেকআপ সেন্টার, রেডিওলজি সেন্টার, ফিজিওথেরাপী সেন্টার, ফার্মেসী, রেডিওথেরাপি চিকিৎসা, ডেন্টাল চেকআপ সেন্টার ইত্যাদি বা সরকার কর্তৃক প্রজ্ঞাপন দ্বারা নির্ধারিত প্রতিষ্ঠান উহা যে নামেই অভিহিত হউক না কেন;

(১৩) **'বিকল্প চিকিৎসা সেবা প্রদানকারী (Alternative Medical Practitioner)'** অর্থ হোমিওপ্যাথি, ইউনানি এবং আয়ুর্বেদী নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিবন্ধিত স্বীকৃত চিকিৎসা প্রদানকারী ব্যক্তি;

(১৪) **'পাবলিক হাসপাতাল'** অর্থ সরকার, স্থানীয় সরকার বা আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত স্বায়ত্তশাসিতভাবে পরিচালিত প্রতিষ্ঠানকে বুঝাইবে;

(১৫) **'দাতব্য হাসপাতাল'** অর্থ দাতব্য উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত ও দাতব্য আইন দ্বারা পরিচালিত অলাভজনক হাসপাতালকে বুঝাইবে;

(১৬) **'বেসরকারী হাসপাতাল'** অর্থ সরকারি বা কোনো সংবিধিবদ্ধ সংস্থা ব্যতীত কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ বা স্বাস্থ্য সেবা প্রদান সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান বা চিকিৎসা সেবা সহায়তা প্রতিষ্ঠান এবং কোম্পানির মালিকানাধীন বেসরকারি চিকিৎসা সেবা প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল;

(১৭) **'ব্যক্তিগত চেম্বার'** অর্থ চিকিৎসা সেবা বা ব্যবস্থাপত্র প্রদানের জন্য ব্যবহৃত বেসরকারি স্থান;

(১৮) **'নমুনা'** অর্থ রোগ সনাক্তকরনহেতু পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য ব্যবহৃত রক্ত, মলমূত্র, থুতু, মানবদেহের অংশবিশেষ এবং মৃত্যুর কারন উদঘাটনে সংগৃহীত অথবা ব্যবহৃত অন্য যে কোনো নমুনা;

(১৯) **'ব্যবস্থাপত্র'** অর্থ কোনো রোগীকে চিকিৎসক প্রদত্ত সেবা প্রদান সম্পর্কিত পরামর্শপত্র;
(২০) **'লাইসেন্স'** অর্থ এই আইনের ধারা-৭ এর অধীনে প্রদত্ত লাইসেন্স;
(২১) **'লাইসেন্স প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ'** অর্থ সরকার বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ;

(২২) **'পেশাগত অবহেলা'** অর্থ চিকিৎসা সেবায় নিয়োজিত যে কোন ব্যক্তি কর্তৃক পেশাগত বা প্রাতিষ্ঠানিক অযত্ন, অসচেতনতা, পেশাগত মানদন্ড বা মূল্যবোধ বহির্ভূত চিকিৎসা সংক্রান্ত কোন কাজ করা বা আইন দ্বারা আরোপিত কোন দায়িত্ব পালন না করা বা বারিত কোন কাজ করা এবং সাধারণভাবে কোন রোগীকে তার অধিকার অনুযায়ী চিকিৎসা সেবা প্রদান না করা বা বিলম্বিত করা বা ভুল চিকিৎসা করা, যাহার দ্বারা রোগীর রোগ মুক্তি ঘটে না বা বিলম্ব ঘটে বা অঙ্গহানী, মানসিক বৈকল্যসহ সাময়িক বা স্থায়ীভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় বা মৃত্যু ঘটে।

(২৩) **'পেশাগত নৈতিকতা (Professional Ethics)'** অর্থ সংশ্লিষ্ট পেশার সংবিধিবদ্ধ সংস্থা ও আন্তর্জাতিক সনদসমূহ দ্বারা নির্ধারিত অবশ্য পালনীয় বিষয়াদি;

(২৪) **'ক্ষতি'** অর্থ রোগী কিংবা স্বাস্থ্য সেবা প্রদানকারীর শারীরিক, মানসিক, কর্মক্ষমতা হ্রাস, সম্মানহানী বা আর্থিক ক্ষতি;

(২৫) **'ব্যক্তি'** অর্থ কোনো ব্যক্তি, এবং কোনো কোম্পানি, সমিতি, অংশীদারি কারবার, সংবিধিবদ্ধ বা অন্যবিধ সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান বা উহাদের প্রতিনিধিও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(২৬) **'কোম্পানি'** অর্থ কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইন) এ বর্ণিত কোম্পানি;

(২৭) **'সংস্থা'** অর্থ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৫২(১) উপ-অনুচ্ছেদে বর্ণিত সংবিধিবদ্ধ সংস্থাসহ এইরূপ কর্তৃপক্ষ, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান যাহা সুনির্দিষ্ট আইন দ্বারা অর্পিত ক্ষমতাবলে পরিচালিত হয়;

(২৮) **'তথ্য'** অর্থ স্বাস্থ্য সেবা গ্রহীতা, প্রদানকারীর চিকিৎসা সংক্রান্ত তথ্য, জ্ঞান, ধারণা বা নির্দেশাবলীর একটি উপস্থাপনা বোঝায় যা একটি সুসংহত পদ্ধতিতে প্রস্তুত করা হচ্ছে বা প্রস্তুত করা হয়েছে, এবং এটি একটি ইলেক্ট্রনিক সিস্টেম বা কম্পিউটার নেটওয়ার্কে প্রক্রিয়াজাত করা হবে, হচ্ছে বা প্রক্রিয়াজাত করা হয়েছে, এবং এটি যেকোনো আকারে থাকতে পারে, যেমন কম্পিউটারের মুদ্রণ, চৌম্বকীয় বা অপটিক্যাল স্টোরেজ মিডিয়া, পাঞ্চ কার্ড, পাঞ্চ টেপ বা কম্পিউটার মেমরিতে অভ্যন্তরীণভাবে সংরক্ষিত; এ ছাড়াও হাতে লিখা ব্যবস্থাপত্র, রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ বিষয়বস্তুও এর অন্তর্ভুক্ত হইবে যা ব্যক্তিগত বা প্রাতিষ্ঠানিক তথ্য হিসেবে সুরক্ষিত থাকিবে।

(২৯) **'সম্পত্তি'** অর্থ কোনো স্বাস্থ্য সেবা প্রদানকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের স্বত্বমূলে মালিকানাধীন বা আইনসঙ্গতভাবে দখলাধীন বা নিয়ন্ত্রণাধীন কোনো স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি;

(৩০) **'নিবন্ধন প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ'** অর্থ বাংলাদেশ মেডিক্যাল ও ডেন্টাল কাউন্সিল এবং নার্সের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ নার্সিং ও মিডওয়াইফারি কাউন্সিল, বাংলাদেশ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা শিক্ষা কাউন্সিল বা সরকার কর্তৃক প্রজ্ঞাপন দ্বারা নির্ধারিত আইনে প্রতিষ্ঠিত নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থাকে বুঝাইবে;

(৩১) **'কর্মস্থল'** অর্থ সংশ্লিষ্ট স্বাস্থ্য সেবা প্রদানকারীর প্রশাসনিকভাবে নির্ধারিত অধিক্ষেত্র;

(৩২) **'সরকার'** বলিতে এই আইনে ''স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়''কে বুঝাইবে।

(৩৩) **'দন্ড'** অর্থ এই আইনের ৪৩ ধারায় বর্ণিত দন্ড;
(৩৪) **'বিধি'** অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি;

৩। **আইনের প্রাধান্য—** আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের বিধানাবলি প্রাধান্য পাইবে।

৪। **অন্যান্য আইনের প্রয়োগ—**
(১) এই আইনের বিধানাবলী, উহাতে ভিন্নরূপ কিছু না থাকিলে তফসিল-১ এ বর্ণিত আইনসহ আপাতত বলবৎ অন্য কোন আইন এর অতিরিক্ত, এবং উহাদের হানিকর নয়, বলিয়া গণ্য হইবে৷
(২) সরকার প্রজ্ঞাপন দ্বারা তফসিল সংশোধন, সংযোজন, পরিবর্ধন, পরিমার্জন করিতে পারিবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়
পাবলিক হাসপাতাল

৫। **পাবলিক হাসপাতাল স্থাপন ও ব্যবস্থাপনা**– (১) সরকার প্রাইমারী, সেকেন্ডারী ও টারশিয়ারি হাসপাতাল জনসংখ্যা, ভৌগলিক অবস্থান, জনস্বাস্থ্য অবস্থা, স্বাস্থ্যসেবার চাহিদা ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি বিবেচনায় নিয়ে পাবলিক হাসপাতাল স্থাপন, পরিচালনা, ব্যবস্থাপনা, মান নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে পৃথক বিধিমালা প্রণয়ন করিবে।

(২) অন্য আইনে যাহা কিছু থাকুক না কেন, রাষ্ট্রীয় চিকিৎসা সেবা নিশ্চিতে বা জনস্বার্থে বিনামূল্যে, স্বল্পমূল্যে, ভর্তুকিতে বা অন্য কোন উপায়ে পাবলিক হাসপাতালে চিকিৎসা সেবা প্রদান করিতে পারিবে।

(৩) জনস্বাস্থ্য, রাষ্ট্রীয় চিকিৎসা সেবা নিশ্চিতে বা জনস্বার্থে সরকার প্রজ্ঞাপন দ্বারা পাবলিক হাসপাতালসমূহের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

৬। **পাবলিক হাসপাতালের ঔষধ, চিকিৎসা যন্ত্রপাতি, সরঞ্জাম ইত্যাদি**—(১) স্বাস্থ্য সেবা গ্রহীতা তথা সাধারণ জনগণ যেন পাবলিক হাসপাতালে কেন্দ্রীয়ভাবে সরবারহকৃত এবং স্থানীয়ভাবে ক্রয়কৃত ঔষধ, চিকিৎসা যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামের সর্বোচ্চ সেবা ও সুবিধা গ্রহণ করিতে পারে হাসপাতালসমূহ এইরুপ কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে;

(২) পাবলিক হাসপাতালে সেবা প্রাপ্তির সুযোগ সুবিধা বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও কোনো স্বাস্থ্য সেবা গ্রহীতাকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সেবা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে বিদ্যমান সুযোগ হইতে বঞ্চিত করা যাইবে না;

(৩) কোন ব্যক্তি পাবলিক হাসপাতালসমূহের ঔষধ, চিকিৎসা যন্ত্রপাতি, সরঞ্জাম ইত্যাদি ক্ষতিগ্রস্ত, ধ্বংস বা অকার্যকর করিবে না বা করাইবে না ।

তৃতীয় অধ্যায়
বেসরকারি হাসপাতাল, চিকিৎসা সেবা সহায়তা প্রতিষ্ঠান

৭। **বেসরকারি হাসপাতাল**—(১) সরকার প্রদত্ত লাইসেন্স গ্রহণ সাপেক্ষে বেসরকারি হাসপাতাল স্থাপন করা যাইবে; প্রযোজ্য ক্ষেত্রে উক্ত ক্ষমতা অধীনস্থ দপ্তর প্রধানের উপর ন্যস্ত করা যাইবে।

(২) কোন ব্যক্তি ধারা ৭ (১) এ বর্ণিত লাইসেন্স ব্যতীত হাসপাতাল স্থাপন, পরিচালনা করিবে না বা করাইবে না।

(৩) বেসরকারি হাসপাতাল স্থাপনের লাইসেন্স প্রদান, নবায়ন, উহার শ্রেণি ও মান নির্ধারণ, জনবল ব্যবস্থাপনা, পরিচালনা ইত্যাদি বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে;

৮। **দাতব্য হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা**—(১) সরকার বেসরকারি দাতব্য হাসপাতাল স্থাপন ও পরিচালনার লক্ষ্যে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সহযোগিতা প্রদান করিবে। দাতব্য হাসপাতাল বা স্বাস্থ্য কেন্দ্র স্থাপন, ব্যবস্থাপনা, অনুদান প্রদান, নিয়ন্ত্রণ ও সহযোগিতার বিষয়াদি বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

(২) স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে অনগ্রসর, দরিদ্র, সুবিধা বঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে বিশেষ স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের লক্ষ্যে সরকার দাতব্য হাসপাতালকে অনুদান, বিশেষ সহযোগিতা প্রদান করিতে পারিবে।

৯। **চিকিৎসা সেবা সহায়তা প্রতিষ্ঠান স্থাপন**—(১) কোন ব্যক্তি সরকারের অনুমোদন ব্যতীত চিকিৎসা সেবা সহায়তা প্রতিষ্ঠান স্থাপন, পরিচালনা করিবে না বা করাইবে না।

(২) চিকিৎসা সেবা সহায়তা প্রতিষ্ঠান রোগীর পরীক্ষা-নিরীক্ষার চার্জ বা মূল্য, পরীক্ষা-নিরীক্ষা সংশ্লিষ্ট কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান ব্যতীত অন্য কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বা তৃতীয় পক্ষের সহিত অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে গ্রহণ বা প্রদান করিতে পারিবে না;

(৩) যে কোন ল্যাবরেটরি রিপোর্টে (প্যাথলজি, মাইক্রোবায়োলজি, ভাইরোলজি, হিস্টোপ্যাথলজি, বায়োকেমিস্ট্রি ইত্যাদি) ও রেডিওলজি রিপোর্টে ডিজিটাল স্বাক্ষর ব্যবহার করা যাইবে না।

(৪) সকল ল্যাবরেটরি ও রেডিওলজি রিপোর্টে বিএমডিসি রেজিস্টার্ড বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের স্বাক্ষর থাকিতে হইবে।

(৫) চিকিৎসা সেবা সহায়তা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের লাইসেন্স প্রদান, নবায়ন, উহার শ্রেণি ও মান নির্ধারণ, জনবল ব্যবস্থাপনা, পরিচালনা, ইত্যাদি বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে;

১০। **বিদেশি অর্থায়নে হাসপাতাল স্থাপনের অনুমতি প্রদান—**(১) সরকারের পূর্বানুমতি গ্রহণ সাপেক্ষে বৈদেশিক বিনিয়োগসংক্রান্ত বিদ্যমান সকল আইন ও বিধিবিধান প্রতিপালনপূর্বক সম্পূর্ণ বা অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে বিদেশি অর্থায়নে হাসপাতাল স্থাপন করা যাইবে;

(২) বিদেশি হাসপাতাল, স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানের কোন সহযোগী প্রতিষ্ঠান, এজেন্ট বা তথ্য কেন্দ্র স্থাপন করা হইলে, তাহা নিবন্ধিত হইতে হইবে।

(৩) উপধারা ১০ (১), (২)-এর কার্যকারিতা এই আইনের অধীনে প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

১১। **লাইসেন্স প্রদান ও ফি নির্ধারণ—**(১) সরকার, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে বেসরকারি হাসপাতাল, চিকিৎসা সেবা সহায়তা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের লাইসেন্স প্রদান করিবে;

(২) সরকার, সময় সময় গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বেসরকারি হাসপাতাল, চিকিৎসা সেবা সহায়তা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের লক্ষ্যে লাইসেন্স প্রদানের শর্ত এবং নবায়ন ফি নির্ধারণ করিতে পারিবে;

১২। **পরিদর্শন, প্রবেশ ও জব্দ করার ক্ষমতা—**(১) সরকার বা তৎকর্তৃক নিযুক্ত কোনো কর্মকর্তা বা কমিটি কোনো হাসপাতালে এবং 'চিকিৎসা সেবা সহায়তা (Service Associated Auxiliary Services)' প্রতিষ্ঠানে যেকোনো সময়ে প্রবেশ, পরিদর্শন, রেজিস্টার ও তথ্যপ্রযুক্তি সিস্টেম এবং চিকিৎসা সেবাসংক্রান্ত যন্ত্রপাতি বা নমুনা বা কাগজপত্র পরীক্ষা এবং প্রয়োজনে জব্দ করিতে পারিবে;

তবে শর্ত থাকে যে, রেজিস্টার বা কাগজপত্র অথবা সিস্টেমের তথ্য কোনো রোগীর রোগসংক্রান্ত হইলে সেই ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট রোগী বা তাহার আইনসঙ্গত অভিভাবক/প্রতিনিধির অনুমতি ব্যতীত জনসমক্ষে প্রকাশ করা যাইবে না;

(২) উপধারা (১)-এ বর্ণিত পরিদর্শনে এই আইনের বিধান লঙ্ঘিত হইয়াছে মর্মে প্রতীয়মান হইলে সরকার-

(ক) নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সংশ্লিষ্ট শর্ত পূরণের বা প্রতিপালনের জন্য নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে এবং উক্ত হাসপাতাল, চিকিৎসা সেবা সহায়তা প্রতিষ্ঠান পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তি বা স্বাস্থ্য সেবা প্রদানকারী ব্যক্তি উহা পালনে বাধ্য থাকিবে;

(খ) সংশ্লিষ্ট বেসরকারি হাসপাতাল, চিকিৎসা সেবা সহায়তা প্রতিষ্ঠান প্রদত্ত সেবা জনস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকারক হইলে বা মানসম্মত না হইলে এবং এই আইন, বিধি বা তদধীন প্রদত্ত নির্দেশ বা লাইসেন্সের শর্তাবলি ভঙ্গের প্রকৃতি যদি এইরূপ হয় যে উক্ত বেসরকারি হাসপাতালকে কারণ দর্শানোর সুযোগ প্রদান করা সমীচীন নহে, তৎক্ষেত্রে জনস্বার্থে উক্ত প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স স্থগিতপূর্বক তাৎক্ষণিকভাবে উহা বন্ধ করিয়া দিতে পারিবে; এবং

(গ) নিবন্ধিত স্বাস্থ্য সেবা প্রদানকারী ব্যক্তির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট নিবন্ধন প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ বরাবর তাহার নিবন্ধন বাতিল করিবার সুপারিশ লিখিতভাবে প্রেরণ করিবে।

(ঘ) তবে শর্ত থাকে যে, প্রবেশ, পরিদর্শন ও জব্দ করার ক্ষেত্রে ন্যূনতম একজন চিকিৎসককে যুক্ত করিতে হইবে।

১৩। **লাইসেন্স বাতিল—**(১) কোনো বেসরকারি হাসপাতাল, চিকিৎসা সেবা সহায়তা প্রতিষ্ঠান এই আইন, বিধি বা তদধীন প্রদত্ত নির্দেশ বা লাইসেন্সের কোনো শর্ত ভঙ্গ করিলে উক্ত প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স বাতিল হইবে;

(২) উপধারা ১৩ (১) অনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণের পূর্বে লাইসেন্স গ্রহণকারীকে আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য ১৫ (পনেরো) কার্যদিবসের সময় প্রদান করিতে হইবে-

তবে শর্ত থাকে যে লিখিত আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে উপযুক্ত বিবেচিত হইলে আরও ১৫ (পনেরো) কার্যদিবস সময় বৃদ্ধি করা যাইবে এবং

(৩) উপধারা ১৩ (১) অনুযায়ী লাইসেন্স বাতিল হইলে উক্ত সময়ে চিকিৎসাধীন রোগীকে সংশ্লিষ্ট বেসরকারি হাসপাতাল, চিকিৎসা সেবা সহায়তা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা কর্তৃপক্ষ অনতিবিলম্বে উপযুক্ত চিকিৎসা সেবা সুবিধা সম্বলিত অন্য কোনো হাসপাতালে স্বীয় দায়িত্বে স্থানান্তরের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

১৪। **আপিল ও পুনর্বিবেচনা—**(১) ধারা ১২ এবং ১৩ অনুযায়ী প্রদত্ত আদেশে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান সংক্ষুব্ধ হইলে, উক্ত আদেশ জারির ৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবসের মধ্যে সরকারের নিকট আপিল করিতে পারিবে;

(২) সরকার আপীল আবেদন প্রাপ্তির ৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবসের মধ্যে উহা নিষ্পত্তির কার্যক্রম গ্রহণ করিবে;

(৩) উপধারা ১৪(২) এ প্রদত্ত আপীল আদেশের বিষয়ে ১৫ (পনেরো) কার্যদিবসের মধ্যে সরকারের নিকট পুনর্বিবেচনার আবেদন করা যাইবে; এবং

(৪) আপিল বা পুনর্বিবেচনার বিষয়ে সরকারের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

১৫। **স্বাস্থ্যসেবার সেবা চার্জ বা মূল্য বা ফি নির্ধারণ—**(১) সরকার সময় সময় গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা, সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতাল প্রদত্ত সেবা, স্বাস্থ্যসেবার ফি এবং রোগ পরীক্ষা-নিরীক্ষার চার্জ বা মূল্য বা ফি পৃথকভাবে নির্ধারণ করিবে;

(২) স্বাস্থ্যসেবার ফি বা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আদায়যোগ্য চার্জ বা মূল্য বা ফি-এর তালিকা সংশ্লিষ্ট হাসপাতাল বা চেম্বারের দৃশ্যমান স্থানে প্রদর্শন করিতে হইবে; এবং

(৩) স্বাস্থ্যসেবা/চিকিৎসা সেবা বাবদ আদায়কৃত চার্জ বা মূল্য বা ফি-এর রসিদ সংশ্লিষ্ট সেবা গ্রহীতা বা তাহার অভিভাবক বা তাহার প্রতিনিধিকে প্রদানপূর্বক উক্ত রশিদের অনুলিপি সংরক্ষণ করিতে হইবে।

১৬। **এ্যাম্বুলেন্স ও মরদেহ ব্যবস্থা—(১)** প্রতিটি হাসপাতালে রোগী পরিবহনের জন্য প্রয়োজনীয় সুবিধা সংবলিত অ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা থাকিতে হইবে।

(২) কোন ব্যক্তি নিবন্ধনবিহীন অ্যাম্বুলেন্স, রোগী পরিবহনের জন্য নিয়োজিত করিবে না বা করাইবে না।

(৩) অ্যাম্বুলেন্স নিবন্ধন, ভাড়া, অ্যাম্বুলেন্সে রোগী পরিবহনের সুবিধাদি, মরদেহ পরিবহনের বিষয় ইত্যাদি প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

চতুর্থ অধ্যায়
ব্যক্তিগত চেম্বার, হাসপাতাল বা চিকিৎসা সেবা প্রতিষ্ঠানে সেবা প্রদান

১৭। **বেসরকারি হাসপাতাল বা চিকিৎসা সেবা সহায়তা প্রতিষ্ঠানে সেবা প্রদানের শর্ত**—(১) সরকারি বা কোনো সংবিধিবদ্ধ সংস্থায় চাকরিরত বা স্বাস্থ্য সেবা প্রদানকারী ব্যক্তি-

(ক) নির্ধারিত অফিস সময়ে, ক্লিনিক্যাল বা প্যারাক্লিনিক্যাল প্রশিক্ষণ বা সেবা প্রদানের সময়ে বা পালাক্রমিক দাপ্তরিক দায়িত্ব (Roster Duty) পালনের সময় কোনো বেসরকারি হাসপাতাল, চিকিৎসা সেবা সহায়তা প্রতিষ্ঠান কিংবা ব্যক্তিগত চেম্বারে চিকিৎসা সেবা প্রদান করিতে পারিবেন না;

(খ) সরকারি বা কোন সংবিধিবদ্ধ সংস্থায় চাকুরীরত স্বাস্থ্য সেবা প্রদানকারী ব্যক্তি নির্ধারিত অফিস সময়ে বা পালাক্রমিক দাপ্তরিক দায়িত্ব (Roster Duty) পালনের সময়, কোনো বেসরকারি হাসপাতালে বা ব্যক্তিগত চেম্বারে চিকিৎসা সেবা প্রদান করিলে, সরকারি কর্মচারী আইন-২০১৮ অনুসারে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

(২) কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান উক্তরূপ কোনো ব্যক্তিকে অফিস সময়ে বেসরকারি হাসপাতালে সেবা প্রদানের জন্য নিয়োজিত করিতে পারিবে না।

১৮। **ব্যক্তিগত চেম্বারে বেসরকারি চিকিৎসা সেবা**—(১) ব্যক্তিগত চেম্বারে বেসরকারি চিকিৎসা অনুশীলনের ক্ষেত্রে সেবা গ্রহীতাদের জন্য মানসম্মত বসার স্থান থাকিতে হইবে;

(২) রোগী পরীক্ষার জন্য ন্যূনতম চিকিৎসা সরঞ্জাম থাকিতে হইবে, যাহা বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে;

(৩) নিবন্ধন কর্তৃপক্ষের স্বীকৃত বা অনুমোদিত ডিগ্রি ব্যতীত অন্য কোনো যোগ্যতার বিবরণ সাইনবোর্ড, নামফলক, ভিজিটিং কার্ড বা ব্যবস্থাপত্রে উল্লেখ করা যাইবে না;

(৪) স্বাস্থ্য সেবা প্রদানকারী ব্যক্তির ব্যবস্থাপত্র ও ভিজিটিং কার্ডে সংশ্লিষ্ট নিবন্ধনকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত নিবন্ধন নম্বর লিপিবদ্ধ থাকিতে হইবে;

(৫) সেবা গ্রহীতার রোগ পরীক্ষার ক্ষেত্রে আবশ্যিকভাবে জেন্ডার বিবেচনায় একজন সহায়তাকারীর উপস্থিতি নিশ্চিত করিতে হইবে; তবে জরুরি চিকিৎসার ক্ষেত্রে যৌক্তিক পরিস্থিতিতে এই আবশ্যকতা শিথিলযোগ্য হইবে;

(৬) রোগীর ব্যবস্থাপত্রে চিকিৎসকের পরামর্শ ও ঔষধের নাম সুস্পষ্টভাবে বড় অক্ষরে লিখিতে হইবে;

(৭) রোগীর পরীক্ষা-নিরীক্ষার চার্জ বা মূল্য পরীক্ষা-নিরীক্ষা সংশ্লিষ্ট কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান ব্যতীত অন্য কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বা তৃতীয় পক্ষের সহিত অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে গ্রহণ বা প্রদান করা যাইবে না;

(৮) ব্যক্তিগত চেম্বারে বেসরকারি চিকিৎসা সেবা সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়াদি এই আইনের অধীনে প্রণীত প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

১৯। **বিদেশী স্বাস্থ্য সেবা প্রদানকারী ব্যক্তি কর্তৃক সেবা প্রদান**—

(১) স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অনুমতি সাপেক্ষে এই আইনের অধীনে প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে বিনামূল্যে বা অর্থের বিনিময়ে চিকিৎসা সেবা প্রদান বা কারিগরি জ্ঞান বিতরনের উদ্দেশ্যে কোনো হাসপাতালে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদে বিদেশি স্বাস্থ্য সেবা প্রদানকারী ব্যক্তিকে নিয়োগ করা যাইবে; এবং

(২) উপধারা (১) অনুযায়ী অনুমতিপ্রাপ্ত বিদেশি স্বাস্থ্য সেবা প্রদানকারী ব্যক্তির ক্ষেত্রেও এ আইন প্রযোজ্য হইবে।

পঞ্চম অধ্যায়
স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী ব্যক্তি, প্রাতিষ্ঠানিক দায়বদ্ধতা ও সুরক্ষা

২০। **স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের সুরক্ষা**—(১) কোন ব্যক্তি স্বাস্থ্যসেবা প্রদানে জড়িত ব্যক্তিদের দায়িত্বপালনের ক্ষেত্রে বাধা দেয়া, আঘাত প্রদান, হুমকি প্রদান, ভীতি প্রর্দশন ইত্যাদি করিবে না বা করাইবে না।

(২) কোন ব্যক্তি স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের কোন সম্পত্তি ক্ষতিগ্রস্থ, ধ্বংস বা বিনষ্ট করিবে না বা করাইবে না।

(৩) স্বাস্থ্য সেবা প্রদানকারী ব্যক্তির কর্মস্থলে নিরাপত্তা নিশ্চিতে হাসপাতাল ও চিকিৎসা সেবা সহায়তা প্রতিষ্ঠান প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

২১। **হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের প্রতিষ্ঠানিক দায়িত্ব ও কর্তব্য —(১)** স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকালে চিকিৎসাসেবা প্রতিষ্ঠান বা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের দায়দায়িত্ব নিম্নরূপ -

(ক) উপযুক্ত চিকিৎসা সরঞ্জামাদি দ্বারা রোগ নির্ণয় এবং নির্ধারিত মেয়াদের মধ্যে চিকিৎসা সরঞ্জামাদির ক্রমাঙ্কন (Calibration) করা

(খ) মুমূর্ষু ও সংকটাপন্ন রোগীর জরুরী চিকিৎসা সেবা প্রদান;

(গ) যথাযথ চিকিৎসা সেবা প্রদান সম্ভব না হইলে বা ব্যর্থ হইলে অবিলম্বে উপযুক্ত প্রতিষ্ঠানে প্রেরণের ব্যবস্থা করা;

(ঘ) বিভিন্ন প্রকার প্যাথলজিক্যাল টেস্ট এর ফি, চিকিৎসকের ফি, ওয়ার্ড বা কেবিনের দৈনিক শয্যা ভাড়া, বিভিন্ন প্রকার অপারেশন ফি ইত্যাদির তালিকা দৃশ্যমান স্থানে প্রদর্শন করা;

(ঙ) নিরাপদ পানি ও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে স্বাস্থ্যকর খাবারের ব্যবস্থা রাখা এবং ক্ষেত্রমত প্রতিটি খাবারের নির্দিষ্ট মূল্য তালিকা টানাইয়া রাখা;

(চ) বিনামূল্যে জরুরী ঔষধের ব্যবস্থা রাখা;

(ছ) অটোক্লেভ (Autoclave) এর ব্যবস্থাসহ সার্জিক্যাল (শল্য চিকিৎসার) যন্ত্রপাতির ব্যবস্থা রাখা;

(জ) হাসপাতাল উদ্ভূত সংক্রমণ প্রতিরোধের জন্য কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া;

(ঝ) মর্টালিটি অডিট (Mortality Audit), ক্লিনিক্যাল অডিট (Clinical Audit) ও মর্বিডিটি অডিট (Morbidity Audit) এর ব্যবস্থা রাখা;

(ঞ) হাসপাতাল পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা;

(ট) অস্বাস্থ্যকর খাদ্য ও পানীয়ের বিজ্ঞাপন, বিক্রয়, বিতরণ, বিপণন বন্ধ করা;

(ঠ) হাসপাতাল ধূমপান ও তামাকমুক্ত এবং বিপণন ও বিজ্ঞাপনমুক্ত রাখা;

(ড) নিবন্ধিত চিকিৎসক, মেডিক্যাল টেকনোলজিস্ট, নার্স, মিডওয়াইফ ও অন্যান্য পেশাজীবী নিয়োগ;

(ঢ) ''মেডিক্যাল বর্জ্য'' পরিবেশ আইন, ১৯৯৫, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের আইন অনুসারে ব্যবস্থাপনা করা;

(ণ) স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক স্বাস্থ্যসেবার সহিত জড়িত ব্যক্তিদের প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

(ত) সরকার কর্তৃক প্রজ্ঞাপন দ্বারা নির্দেশিত অন্য যে কোন বা সকল দায়িত্ব।

(২) সরকার বিধিদ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে চিকিৎসা সেবা প্রতিষ্ঠান বা হাসপাতালে ধরন বা শ্রেণী অনুসারে আবশ্যিক বিষয়াদি নির্ধারণ করিতে পারিবে।

২২। **স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানে খাদ্য, ঔষধ, মালামাল, উপকরণ সরবরাহকারীর দায়িত্ব**—(১) কোন ব্যক্তি স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানে সরকারের নির্ধারিত মানদন্ডের নিম্নে কোন খাদ্য, ঔষধ, মালামাল, উপকরণ প্রদান করিবে না বা করাইবে না।

(২) কোন ব্যক্তি পেশাগত অবহেলা বা পেশাগত নৈতিকতা ভঙ্গ হয় এমন কোন কর্মকান্ড করিতে স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীদের প্রলুব্ধ করিবে না বা করাইবে না।

(৩) পাবলিক হাসপাতালে স্বাস্থ্যসেবা বা চিকিৎসা সেবা গ্রহণে আগত ব্যক্তিদের প্ররোচিত করে ভিন্ন স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানে স্থানান্তরের মত কর্মকান্ডে কোন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে নিয়োজিত বা সম্পৃক্ত করিবে না বা করাইবে না।

(৪) কোন ব্যক্তি সরকার নির্ধারিত মানদন্ডের বাইরে কোন খাদ্য, ঔষধ, মালামাল, উপকরণ প্রদান করিলে বা করাইলে উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা বা তদূর্ধ্ব পদমর্যাদার কোন কর্মকর্তা বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে মালামাল জব্দ, হস্তান্তর, ধ্বংস, চুক্তি বাতিল বা স্থগিত করিবার পাশাপাশি বিদ্যমান আইনে মামলা দায়ের করিতে পারিবেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়
রোগীর অধিকার, দায়িত্ব, চিকিৎসা অবহেলা

২৩। **রোগী বা রোগীর অনুসঙ্গীকে (Attendant) চিকিৎসা সম্পর্কে অবহিতকরণ ও তথ্য প্রদান—** (১) কোন ব্যক্তি স্বাস্থ্যসেবা গ্রহীতার চিকিৎসা সেবা সংক্রান্ত অধিকার ক্ষুন্ন করিবে না বা করাইবে না।

(২) রোগীর অধিকার বলিতে বুঝাইবে:-
(ক) স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীর নিকট হইতে চিকিৎসার ঝুঁকি, সুবিধা এবং খরচসহ উপযুক্ত চিকিৎসার বিকল্পগুলির সুবিধা, ঝুঁকি এবং খরচগুলি নিয়ে আলোচনা করার সুযোগ পাওয়া;
(খ) সরকার কর্তৃক নির্ধারিত গুনগত মান সম্পন্ন চিকিৎসা প্রাপ্তি;
(গ) স্বাস্থ্যসেবা গ্রহীতার স্বাস্থ্যের অবস্থা বা সুপারিশকৃত চিকিৎসা সম্পর্কে তথ্য জানতে পাওয়া এবং সুষ্পষ্ট ধারণা পাওয়া;
(ঘ) চিকিৎসকের পরামর্শের বিষয়ে রোগীর সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতা ও সুযোগ;
(ঙ) স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী চিকিৎসক এবং অন্যান্য স্বাস্থ্যসেবা কর্মীর নিকট হইতে রোগীর ব্যক্তিগত ও চিকিৎসা সংক্রান্ত তথ্যের গোপনীয়তা রক্ষার নিশ্চয়তা পাওয়া;
(চ) স্বাস্থ্যসেবা সংক্রান্ত মেডিকেল রেকর্ডের কপি, চিকিৎসাপত্র বা অন্যান্য তথ্যাদি বা সারাংশ পাওয়া;
(ছ) চিকিৎসার প্রয়োজনে বিশেষজ্ঞ হাসপাতাল বা চিকিৎসকের নিকট হতে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সুবিধাসহ রেফারেল ব্যবস্থা;
(জ) সরকার কর্তৃক প্রজ্ঞাপন দ্বারা নির্ধারিত অন্য কোন অধিকার।

২৪। **স্বাস্থ্যসেবা গ্রহীতা, রোগী, রোগীর অনুসঙ্গীর দায়িত্ব—** (১) সরকার বিধি দ্বারা স্বাস্থ্যসেবা গ্রহীতা, রোগী, রোগীর অনুসঙ্গীর দায়িত্ব নির্ধারণ করিবে।

২৫। **সম্মতি ব্যতিত চিকিৎসা—** (১) কোন ব্যক্তি নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে রোগী বা তাহার অভিভাবকের সম্মতি ব্যতিত চিকিৎসা প্রদান করিতে পারিবে:-
(ক) যে ক্ষেত্রে রোগীর জীবন মারাত্মকভাবে সংকটাপন্ন;
(খ) যে ক্ষেত্রে রোগী সম্মতি প্রদানে অসমর্থ;
(গ) যে ক্ষেত্রে রোগী নাবালক বা রোগীর আত্মীয়স্বজন অনুপস্থিত;
(ঘ) যে ক্ষেত্রে রোগীর শারীরিক ও মানসিক অবস্থা তাহার সম্মতি গ্রহণের উপযোগী নহে;
(ঙ) সংক্রামক রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি;
(চ) সরকার কর্তৃক প্রজ্ঞাপন দ্বারা নির্ধারিত অন্য যে কোন বা সকল বিষয়;

২৬। **চিকিৎসা সেবায় অবহেলা —** (১) স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান বিধিবদ্ধ নিয়ম এবং প্রটোকল অনুসরণ করে চিকিৎসা সেবা প্রদান করিবেন বা করাইবেন। চিকিৎসা সেবায় পেশাগত অবহেলা বলিতে নিম্নোক্ত বিষয়গুলিকে বুঝাইবে:-
(ক) চিকিৎসার নির্ধারিত প্রটোকল (Protocol) অনুসরণ না করা;
(খ) ভুল অঙ্গ অপসারণ;
(গ) ভুল বা অতিরঞ্জিত রিপোর্ট প্রদান;
(ঘ) মাদকাসক্ত বা অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় চিকিৎসা দেওয়া;
(ঙ) জরুরী ক্ষেত্রে চিকিৎসা প্রদানে অহেতুক বিলম্ব করা;
(চ) নিজ ক্ষেত্রের বা এখতিয়ারের বাহিরে চিকিৎসা দেওয়া;
(ছ) চিকিৎসকের পরিবর্তে নার্স, আয়া, ওয়ার্ড বয় বা অন্য কারো দ্বারা চিকিৎসা করানো;

(২) চিকিৎসা সহায়তাকারীর অবহেলা বলিতে নিম্নোক্ত বিষয়গুলিকে বুঝাইবে:-

(ক) রোগী গ্রহণে অহেতুক বিলম্ব/গ্রহণ না করা;

(খ) রোগীর নিয়মিত পরিচর্যা না করা;

(গ) রোগী বা তাহার স্বজনদের নিকট কোন প্রকার আর্থিক সুবিধা দাবী করা বা কোন উপায়ে জিম্মি করা।

(৩) স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানের অবহেলা বলিতে ধারা ২১ এ বর্ণিত বিধানসমূহের লঙ্ঘনকে বুঝাইবে।

(৪) সরকার প্রজ্ঞাপন দ্বারা চিকিৎসা সেবাজনিত অবহেলার বিষয়াদি সংযোজন, পরিবর্ধন ও পরিমার্জন করিতে পারিবে।

২৭। **চিকিৎসা সেবায় অবহেলাজনিত ক্ষতি—** (১) কোন ব্যক্তি চিকিৎসা সেবা গ্রহণের সময় নিম্নবর্নিতভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইলে চিকিৎসা সেবায় অবহেলাজনিত ক্ষতি হিসেবে প্রতিকার চাইতে পারিবে:-

(ক) শারীরিক ক্ষতি, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হারানো, দৃষ্টি ও শ্রবণশক্তি হারানো, স্বাভাবিক জীবনযাপনে অসমর্থতা ইত্যাদি;

(খ) আর্থিক ক্ষতি, চিকিৎসা খরচ বৃদ্ধি ইত্যাদি

(গ) সামষ্টিক ক্ষতি, রোগীর মৃত্যু, প্রজনন ক্ষমতা হারানো, দাম্পত্য জীবন নির্বাহে অসমর্থতা ইত্যাদি।

(ঘ) আদালত কর্তৃক নির্ধারিত অন্য যে কোন ধরনের স্বাস্থ্য বা আর্থিক বা অন্য কোন ক্ষতি।

সপ্তম অধ্যায়
বিশেষ স্বাস্থ্যসেবা

২৮। **জরুরি স্বাস্থ্য সেবা (Emergency Life Saving) প্রদান, বিশেষ স্বাস্থ্যসেবা—** (১) প্রত্যেক হাসপাতালে ন্যূনতম জরুরি স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের প্রয়োজনীয় সুবিধা সংবলিত জরুরি বিভাগ থাকিতে হইবে এবং

(২) প্রতিটি হাসপাতাল, স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠান দুর্ঘটনা, দুর্যোগকালে, ভূমিকম্প ও, প্রাকৃতিক বিপর্যয় এবং জনস্বাস্থ্য সংকটে সরকারের নির্দেশ অনুসারে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবে।

(৩) প্রতিটি স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল সংক্রামক রোগীদের সরকারী নির্দেশনা অনুসারে পৃথকভাবে চিকিৎসা দিতে বাধ্য থাকিবে।

(৪) উপধারা ২৮ (১), (২) ও (৩) এ বর্ণিত স্বাস্থ্যসেবাসমূহ এই আইনের অধীনে প্রণীত প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

২৯। **বীর মুক্তিযোদ্ধাদের হ্রাসকৃত মূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান—**(১) বেসরকারি হাসপাতালসমূহ বীর মুক্তিযোদ্ধা রোগীর সম্মানার্থে শতকরা ২ (দুই) ভাগ শয্যা বিনামূল্যে সংরক্ষণপূর্বক হ্রাসকৃত মূল্যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং অন্যান্য চিকিৎসা সংশ্লিষ্ট সেবা প্রদান করিবে; এবং

(২) এই আইনের অধীনে প্রণীত প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে উপধারা ২৯(১)-এর বিধান কার্যকর হইবে।

৩০। **দরিদ্র ও প্রতিবন্ধী** রোগীদের **হ্রাসকৃত মূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান-** (১) বেসরকারি হাসপাতাল সমূহ দরিদ্র রোগীদের জন্য শতকরা ৩ ভাগ শয্যা এবং প্রতিবন্ধী রোগীদের জন্য শতকরা ১ ভাগ শয্যা বিনামূল্যে সংরক্ষণপূর্বক হ্রাসকৃত মূল্যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং অন্যান্য চিকিৎসা সংশ্লিষ্ট সেবা প্রদান করিবে; এবং

(২) প্রতিবন্ধী, অটিস্টিক বা বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশু বা ব্যক্তির চিকিৎসার ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক নির্দেশিত বিশেষ চিকিৎসা পদ্ধতি অনুসরণ করিবে।

(৩) এই আইনের অধীনে প্রণীত প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে উপধারা ৩০ (১) ও (২)-এর বিধান কার্যকর হইবে।

৩১। **ডিজিটাল প্লাটফর্মে চিকিৎসা, স্বাস্থ্যসেবা প্রদান—** (১) সরকার ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে চিকিৎসা সেবা প্রদানে নিবন্ধন প্রদান করিতে পারিবে।

(২) কোন ব্যক্তি নিবন্ধন ব্যতীত ডিজিটাল প্লাটফর্ম ব্যবহার করিয়া চিকিৎসা, স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করিবে না বা করাইবে না।

(৩) সরকার ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে চিকিৎসা প্রদানের জন্য টেলিমেডিসিন গাইডলাইন প্রণয়ন করিবে।

(৪) সরকার প্রবিধান দ্বারা ডিজিটাল প্লাটফর্মে স্বাস্থ্যসেবা নিবন্ধন, পরিচালনা, তদারকি, মনিটরিং, ফি ইত্যাদি নির্ধারণ করিতে পারিবে।

অষ্টম অধ্যায়
রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা ও সার্বজনীন স্বাস্থ্যসেবা

৩২। **অসংক্রামক রোগ নিয়ন্ত্রণ ও রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা —**(১) প্রতিটি হাসপাতালে রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা জোরদার করার লক্ষ্যে সরকার প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে অসংক্রামক রোগ নিয়ন্ত্রণ কর্ণার, প্রাইমারি হেলথ কেয়ার ব্যবস্থাসহ, শিশু ও মায়ের স্বাস্থ্য রক্ষায় বিভিন্ন ব্যবস্থাদি নিশ্চিত করিবে।

৩৩। **সার্বজনীন স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম —**(১) সার্বজনীন স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সরকার স্বাস্থ্য কার্ড, সরকারি স্বাস্থ্য ইন্সুরেন্স কাভারেজ ব্যবস্থা প্রবর্তনসহ পৃথক কার্যক্রম, কর্মসুচী গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করিতে পারিবে।

(২) বেসরকারি স্বাস্থ্যবীমা সমূহের মান নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করিতে পারিবে।

(৩) এ ধারার উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সরকার পৃথক বিধিমালা প্রণয়ন করিবে।

নবম অধ্যায়
ডিজিটেলাইজেশন, স্বাস্থ্য সেবার মান ও যথার্থতা পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন, রেফারেল

৩৪। **স্বাস্থ্য সেবার মান ও যথার্থতা পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন, রেফারেল ইত্যাদি—(১)** সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, সেবার মান ও প্রদত্ত সেবার যথার্থতা পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের লক্ষ্যে এ আইন কার্যকরের ০৩(তিন) বছরের মধ্যে এ ধারার বিধান বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নিম্নরূপ পদক্ষেপ গ্রহণ করিবে।

(ক) ডিজিটাল স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থাপনা, টেলিমেডিসিন, রোবোটিকস ব্যবহার, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহার, ডিজিটাল স্বাস্থ্য কার্যক্রম পরিচালনা, তথ্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে প্রবিধানমালা প্রণয়ন করিবে।

(খ) চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য সেবা পরিচালনার জন্য অপারেশন থিয়েটার ব্যবস্থাপনা, অস্ত্রোপচার, মেডিসিন প্রয়োগ ইত্যাদি বিষয়ে প্রটোকল/Standard operating procedure (SOP) প্রণয়ন করিবে ।

(গ) স্বাস্থ্যসেবার মান ও জবাবদিহীতা নিশ্চিতকরণে চিকিৎসক, স্বাস্থ্য সেবা প্রদানকারী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের স্বাস্থ্যসেবা অডিট নিশ্চিতকরণে প্রবিধান প্রণয়ন করিবে।

(ঘ) বিকল্প চিকিৎসা সেবা প্রদানকারী (অল্টারনেটিভ মেডিসিন প্র্যাকটিশনার) চিকিৎসকদের বেসরকারি হাসপাতাল ও ব্যক্তিগত চেম্বারে বেসরকারি চিকিৎসা অনুশীলনে সেবার মান নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সরকার এ আইনের বিধান অনুসারে প্রবিধান প্রণয়ন করিবে।

(ঙ) সরকার স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানে রেফারেল ব্যবস্থা প্রর্বতনের জন্য প্রবিধান প্রণয়ন করিবে।

(চ) অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্স সংক্রান্ত বিষয়াদি বাস্তবায়নে ক্ষেত্রে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার গাইডলাইন অনুসারে প্রয়োজনীয় প্রবিধান প্রণয়ন করিবে।

(জ) নতুন প্রযুক্তিগত ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য সরকার প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে।

(ছ) মেডিকেল বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জবাবদিহীতা ও মুল্যায়ন নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, পরিবেশ অধিদপ্তর ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ সমন্বয় সাধনের লক্ষ্যে পৃথক নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করিবে।

(২) কোন ব্যক্তি এ ধারায় সরকার প্রণীত বিধি-বিধান বা নির্দেশনা লঙ্ঘন করিবে না বা করাইবে না।

৩৫। **রেজিস্টার সংরক্ষণ—**(১) এ আইন কার্যকরের ০৩(তিন) বছরের মধ্যে প্রত্যেক হাসপাতাল, চিকিৎসা সেবা সহায়তা প্রতিষ্ঠান বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক রোগীর সেবা প্রদানসংক্রান্ত তথ্য সংবলিত ডিজিটাল রেজিস্টার সংরক্ষণ করিবে;

(২) এই আইনের ধারা ২৯ এবং ৩০ এর বিধান অনুযায়ী প্রদত্ত সেবার বিবরণ সংবলিত পৃথক রেজিস্টার সংরক্ষণ করিতে হইবে;

(৩) সংরক্ষিত রেজিস্টারসমূহ গোপনীয় দলিল হিসেবে গণ্য হইবে এবং উক্ত রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ তথ্য চাহিদা অনুযায়ী লাইসেন্স প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ বা উপযুক্ত আদালতে সরবরাহ করিতে হইবে এবং

(৪) উপধারা ৩৫(৩)-এর বিধান সত্ত্বেও প্রত্যেক হাসপাতাল, সংরক্ষিত রেজিস্টারের তথ্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্তৃপক্ষকে বিধিতে উল্লিখিত ছক পূরণপূর্বক নিয়মিত স্বাস্থ্য তথ্য ও উপাত্ত (Routine Health Information & Data) প্রদান করিবে। তথ্য একীভূত করার জন্য সরকার কোন স্বয়ংক্রিয় তথ্যপ্রযুক্তি সিস্টেম তৈরি করিলে রেজিস্টার সংরক্ষণকারি স্বয়ংক্রিয় তথ্য সংগ্রহ ব্যবস্থার সাথে নিজ সিস্টেম সংযুক্তকরণ পূর্বক স্বয়ংক্রিয় তথ্য সংগ্রহ ব্যবস্থায় যুক্ত হইবেন।

দশম অধ্যায়
অভিযোগ, আইনের প্রয়োগ, আদালত, বিচার

৩৬। **বিচার, অপরাধ বিচারার্থে গ্রহণ, আমলযোগ্যতা এবং আপোসযোগ্যতা ইত্যাদি —** (১) এই আইনের অধীন সংঘটিত কোনো অপরাধ এখতিয়ার সম্পন্ন আদালত কর্তৃক বিচার্য হইবে।

(২) এই আইনের অন্যান্য বিধানাবলি সাপেক্ষে, ইহার অধীন সংঘটিত অপরাধের অভিযোগ তদন্ত, আপিল ও বিচার সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়ে ক্ষেত্রমতে দেওয়ানী ও ফৌজদারি কার্যবিধির বিধানাবলি প্রযোজ্য হইবে।

(৩) ফৌজদারী কার্যবিধিতে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের অধীন আদালত কর্তৃক কোন ব্যক্তির উপর অর্থদন্ড আরোপের ক্ষেত্রে আইনে উল্লিখিত যে কোন পরিমাণ অর্থদন্ড আরোপ করিবার ক্ষমতা থাকিবে।

(৪) সংবিধিবদ্ধ সংস্থায় নিবন্ধিত স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী ব্যক্তির পেশাগত অবহেলা বা চিকিৎসা, অবহেলাজনিত ক্ষতির অভিযোগ, এখতিয়ার সম্পন্ন আদালত কর্তৃক বিচার্য হইবে।

(৫) সংবিধিবদ্ধ সংস্থায় নিবন্ধিত স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী ব্যক্তির চিকিৎসা প্রদানসংক্রান্ত (Treatment Related) কোন অভিযোগ আদালতে আনীত হইলে উক্ত আদালত সংশ্লিষ্ট বিষয়ের দুইজন বিশেষজ্ঞসহ ন্যূনতম তিন সদস্য বিশিষ্ট তদন্ত কমিটির প্রতিবেদন সাপেক্ষে অভিযোগ আমলে গ্রহণ করিবে।

তবে শর্ত থাকে যে, পেশাগত অবহেলা বা চিকিৎসা সেবার অবহেলার ক্ষেত্রে উপযুক্ত আদালতের পরোয়ানা ব্যতীত কাউকে গ্রেফতার করা যাইবে না।

(৬) স্বাস্থ্য সেবা প্রদানকারী হাসপাতাল বা চিকিৎসা সেবা সহায়তা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অবহেলা প্রদর্শন অপরাধ হিসেবে গণ্য হইবে এবং উক্ত অপরাধ আমল অযোগ্য, জামিনযোগ্য হইবে;

(৭) স্বাস্থ্য সেবা প্রদানকারী ব্যক্তির প্রতি হুমকি প্রদান, ভীতিপ্রদর্শন, দায়িত্ব পালনে বাধাদান, আঘাত করাসহ যে-কোনো ধরনের অনিষ্ট সাধন বা স্বাস্থ্য সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের কোনো সম্পত্তির ক্ষতি সাধন, বিনষ্ট, ধ্বংস বা উক্তরূপ সম্পত্তি স্বীয় দখলে গ্রহণ অপরাধ হিসেবে গণ্য হইবে এবং উক্ত অপরাধ আমলযোগ্য, জামিনযোগ্য এবং আপোষযোগ্য হইবে।

৩৭। **মোবাইল কোর্টের ক্ষমতা**—আপাতত বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৫৯ নং আইন) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, এই আইনের অধীন সংঘটিত অপরাধের ক্ষেত্রে, উক্ত আইনের তফসিলভুক্ত হওয়া সাপেক্ষে, মোবাইল কোর্ট দন্ড আরোপ করিতে পারিবে।

৩৮। **ক্ষতিপূরণ আদায়**—(১) আদালত, আইনে বর্ণিত দন্ডের অতিরিক্ত ক্ষতিপূরণ ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে প্রদানের আদেশ প্রদান করিতে পারিবে; এবং

(২) উক্ত ক্ষতিপূরণ আদালত নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অভিযুক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান পরিশোধ না করিলে 'সরকারি দাবি আদায় আইন, ১৯১৩' অনুযায়ী তাহা আদায়যোগ্য হইবে।

৩৯। **ক্যামেরায় গৃহীত ছবি, রেকর্ডকৃত কথাবার্তা ইত্যাদির সাক্ষ্য মূল্য**— Evidence Act, 1872 (Act No. I of 1872) তে ভিন্নরূপ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, স্বাস্থ্যসেবার সহিত জড়িত কোন ব্যক্তি বা আইন প্রয়োগকারী সংস্থার কোন সদস্য বা অন্য কোন ব্যক্তি এই আইনে বর্ণিত কোন অপরাধ বা ক্ষতি সংঘটন বা সংঘটনের প্রস্তুতি গ্রহণ বা উহা সংঘটনে সহায়তা সংক্রান্ত কোন ঘটনার বিষয়ে ভিডিও বা স্থিরচিত্র ধারণ বা গ্রহণ করিলে বা কোন কথাবার্তা বা আলাপ-আলোচনা রেকর্ড করিলে উক্ত ভিডিও, স্থিরচিত্র, অডিও উক্ত অপরাধ বা ক্ষতি সংশ্লিষ্ট মামলা বিচারের সময় সাক্ষ্য হিসাবে গ্রহণযোগ্য হইবে।

৪০। **কোম্পানি কর্তৃক অপরাধ সংঘটন**—(১) কোন কোম্পানির মালিকানাধীন বা অনুরূপ সংস্থার অধীন বা অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে পরিচালিত হাসপাতাল কর্তৃক এই আইনের বিধানাবলি লঙ্ঘিত হইলে উহার প্রধান নির্বাহী বা ব্যবস্থাপনা পরিচালক বা প্রত্যেক পরিচালক বা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি, তিনি যে নামেই অভিহিত হউন না কেন, বিধানটি লঙ্ঘন করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে, যদি না তিনি প্রমাণ করিতে সক্ষম হন যে, উক্ত অপরাধ তাহার অজ্ঞাতসারে সংঘটিত হইয়াছে এবং উহা রোধ করিবার জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন; এবং

(২) ধারা ৪০ (১) এর আওতায় পরিচালিত কোনো হাসপাতাল বা চিকিৎসা সহায়তা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক এই আইনের অধীন কোনো অপরাধ সংঘটিত হইলে উহার লাইসেন্স বাতিল করা যাইবে এবং এই আইনের বিধান অনুসারে শাস্তিযোগ্য হইবে।

৪১। **আইন শৃঙ্খলা রক্ষায় তথ্য প্রদান**—(১) সন্দেহজনক মৃত্যু, আত্মহত্যা, বিষ প্রয়োগ, বেআইনি গর্ভপাত, অগ্নিদগ্ধ হওয়া, দুর্ঘটনাজনিত ক্ষতি, লাঞ্ছিত বা প্রহৃত হওয়ায় ক্ষতি, অন্যের দ্বারা যে-কোনো ধরনের আঘাতজনিত ক্ষতি ইত্যাদি ক্ষেত্রে কোনো হাসপাতালে আগত রোগী পরীক্ষান্তে সংশ্লিষ্ট স্বাস্থ্য সেবা প্রদানকারী ব্যক্তির নিকট উক্ত ঘটনা বা ক্ষতি কোনোরূপ অপরাধ হইতে উদ্ভূত হইয়াছে মর্মে প্রতীয়মান হইলে উক্ত হাসপাতাল যে থানার অধিক্ষেত্রে অবস্থিত উহার অফিসার-ইন-চার্জ-কে সংশ্লিষ্ট স্বাস্থ্য সেবা প্রদানকারী ব্যক্তি বা হাসপাতাল কর্তৃক লিখিতভাবে অবহিত করিতে হইবে;

(২) এই আইনের অধীনে প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে উপধারা ৪২(১)- এর বিধান কার্যকর হইবে।

একাদশ অধ্যায়
অপরাধ ও দন্ড

৪২। **অপরাধ ও দন্ড— (১)** এই আইনের ধারা ৬(৩), ৭(২), ৯, ১০, ১৫ এ উল্লিখিত কোন বিধান লঙ্ঘন করিলে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান অনুর্ধ ২০ (বিশ) লক্ষ টাকা পর্যন্ত অর্থদন্ড বা অনুর্ধ ২ (দুই) বৎসর কারাদন্ডে বা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবে এবং উক্ত ব্যক্তি দ্বিতীয়বার বা পুনঃ পুনঃ একই ধরনের অপরাধ সংঘটন করিলে তিনি পর্যায়ক্রমিকভাবে উক্ত অর্থদন্ডের দ্বিগুণ হারে দন্ডিত হইবেন;

(২) সরকারি বা কোন সংবিধিবদ্ধ সংস্থায় চাকুরীরত স্বাস্থ্য সেবা প্রদানকারী ব্যক্তিকে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান অফিস সময়ে বেসরকারি হাসপাতালে সেবা প্রদানের জন্য নিয়োজিত করিলে, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান অনধিক ৫(পাঁচ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে দন্ডিত হইবেন; ব্যক্তির ক্ষেত্রে ৩(তিন) লক্ষ টাকা অর্থদন্ড এবং অনাদায়ে ৩(তিন) মাস বিনাশ্রম কারাদন্ডে দণ্ডিত হইবেন;

(৩) স্বাস্থ্য সেবা প্রদানকারী ব্যক্তির প্রতি হুমকি প্রদান, ভীতিপ্রদর্শন, দায়িত্ব পালনে বাধাদান, আঘাত করাসহ যে-কোনো ধরনের অনিষ্ট সাধন বা স্বাস্থ্য সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের কোনো সম্পত্তির ক্ষতি সাধন, বিনষ্ট, ধ্বংস বা উক্তরূপ সম্পত্তি স্বীয় দখলে গ্রহণ করিলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি অনধিক ৩ (তিন) লক্ষ টাকা অর্থদন্ড বা ০২ (দুই) বছর কারাদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দন্ডিত হইবেন;

(৪) সরকার বা তৎকর্তৃক নিযুক্ত কোনো কর্মকর্তা বা এই আইন বলে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা বা কমিটিকে কোনো হাসপাতাল বা চিকিৎসা সেবা সহায়তা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন, প্রবেশ, তল্লাশি ও জব্দ করার কার্যক্রমে বাধা প্রদান করিলে, বাধা প্রদানকারী ব্যক্তি অনধিক ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা অর্থদন্ড বা ১ (এক) বছর কারাদন্ড বা উভয় দণ্ডে দন্ডিত হইবেন;

(৫) লাইসেন্সপ্রাপ্ত প্রত্যেক হাসপাতালে ন্যূনতম জরুরি স্বাস্থ্য সেবা (Emergency Life Saving) প্রদানের প্রয়োজনীয় সুবিধা সংবলিত জরুরী বিভাগ না থাকিলে, উক্ত হাসপাতাল ন্যূনতম ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা এবং সর্বোচ্চ ২০ (বিশ) লক্ষ টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড বা ৬ (ছয়) মাসের কারাদন্ড বা উভয় দণ্ডে দন্ডিত হইবেন;

(৬) কোন স্বাস্থ্য সেবা প্রদানকারি ব্যক্তি ব্যক্তিগত চেম্বারে বেসরকারি চিকিৎসা অনুশীলনের ক্ষেত্রে সেবা গ্রহীতাদের জন্য ন্যূনতম বসার স্থান না রাখিলে, উক্ত ব্যক্তি অনধিক ২০ (বিশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দন্ডিত হইবেন;

(৭) সরকার কর্তৃক নির্ধারিত কোন চিকিৎসকের ফি, রোগ পরীক্ষা-নিরীক্ষার চার্জ বা মূল্য পরীক্ষা-নিরীক্ষা সংশ্লিষ্ট কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান ব্যতীত অন্য কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বা তৃতীয় পক্ষের সঙ্গে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে গ্রহণ বা প্রদান করিলে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান ন্যূনতম ৩ (তিন) লক্ষ টাকা এবং সর্বোচ্চ ২০ (বিশ) লক্ষ টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড বা ১ (এক) বৎসর কারাদণ্ডে বা উভয় দণ্ডে দন্ডিত হইবেন;

(৮) আইনের ধারা ১৫ (২) এ বর্ণিত আদায়যোগ্য চার্জ বা মূল্য বা ফি এর তালিকা সংশ্লিষ্ট হাসপাতাল বা চেম্বারের দৃশ্যমান স্থানে প্রদর্শিত না হইলে, এবং ধারা ১৫ (৩) এ বর্ণিত আদায়কৃত চার্জ বা ফি এর রশিদ সংশ্লিষ্ট সেবা গ্রহীতা বা তাহার অভিভাবক বা তাহার প্রতিনিধির চাহিদার প্রেক্ষিতে প্রদান করা না হইলে এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে সংরক্ষণ করা না হইলে দায়ী ব্যক্তি অনধিক ১(এক) লক্ষ টাকা অর্থদন্ড, অনাদায়ে ৩০ (ত্রিশ) দিন বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দন্ডিত হইবেন;

(৯) কোন ব্যক্তির এই আইনের ধারা ২০ এর বিধান ও নির্দেশনাসমূহ লঙ্ঘন করিলে অনধিক ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে দন্ডিত হইবেন; উক্ত ব্যক্তি দ্বিতীয়বার বা পুনঃ পুনঃ একই ধরনের অপরাধ সংঘটন করিলে তিনি পর্যায়ক্রমিকভাবে উক্ত দণ্ডের দ্বিগুণ হারে দন্ডিত হইবেন;

(১০) এই আইনের ধারা ২১, ২২ এ উল্লিখিত কোন বিধান লঙ্ঘন করিলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান ন্যূনতম ৫(পাঁচ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা ২ (দুই) বৎসর কারাদন্ড বা উভয় দণ্ডে দন্ডিত হইবেন এবং উক্ত ব্যক্তি দ্বিতীয়বার বা পুনঃপুনঃ একই ধরনের অপরাধ সংঘটন করিলে তিনি পর্যায়ক্রমিকভাবে উক্ত দণ্ডের দ্বিগুণ হারে দন্ডিত হইবেন।

(১১) কোন ব্যক্তি ধারা ২৪ এর বিধান লঙ্ঘন করিলে অনধিক ৫ হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দন্ডিত হইবেন;

(১২) এই আইনের ধারা ২৬ এর অধীন স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্টান কর্তৃক কোন কর্মকান্ডের পরিপ্রেক্ষিতে কোন ব্যক্তি ধারা ২৭ এ বর্ণিতরূপে ক্ষতিগ্রস্ত হইলে, উক্ত ব্যক্তি অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা দণ্ডে দন্ডিত হইবেন; উক্ত ব্যক্তি প্রতিষ্ঠান হইলে অনধিক ২০ (বিশ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে দন্ডিত হইবেন। উক্ত

ব্যক্তি দ্বিতীয়বার বা পুনঃ পুনঃ একই ধরনের অপরাধ সংঘটন করিলে তিনি পর্যায়ক্রমিকভাবে উক্ত দন্ডের দ্বিগুণ হারে দন্ডিত হইবেন;

(১৩) এই আইনের ধারা ২৯,৩০,৩১,৩২ এ উল্লিখিত কোন বিধান লঙ্ঘন করিলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান ন্যূনতম ৫(পাঁচ) লক্ষ টাকা অর্থদন্ড বা ২ (দুই) বৎসর কারাদন্ড বা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবেন এবং উক্ত ব্যক্তি দ্বিতীয়বার বা পুনঃ পুনঃ একই ধরনের অপরাধ সংঘটন করিলে তিনি পর্যায়ক্রমিকভাবে উক্ত দন্ডের দ্বিগুণ হারে দন্ডিত হইবেন;

(১৪) আইনের অন্য যে কোন ধারার লঙ্ঘন বা লঙ্ঘনে সহযোগিতা বা প্ররোচনা বা প্ররোচনায় সহযোগিতা বা আইনে প্রতিপালনযোগ্য বিষয়াদি প্রতিপালন না করা বা প্রতিপালন না করায় সহযোগিতা বা প্রতিপালনে বাধা দান করিলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণ অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন এবং একই অপরাধের পুনরাবৃত্তি ঘটিলে অনধিক ২০ (বিশ) লক্ষ টাকা জরিমানা আরোপযোগ্য হইবে, অনাদায়ে ৬ (ছয়) মাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

দ্বাদশ অধ্যায়
বিবিধ

৪৩। **বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা—**সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে প্রয়োজনীয় বিধিমালা প্রণয়ন করিতে পারিবে।

৪৪। **রহিতকরণ ও হেফাজত—**(১) এই আইন বলবৎ হইবার সঙ্গে সঙ্গে 'The Medical Practice and Private Clinics and Laboratories (Regulation) Ordinance, 1982' এতদ্দ্বারা রহিত হইবে;

(২) উপধারা (১)-এর অধীন রহিতকরণ সত্ত্বেও, রহিত অধ্যাদেশের অধীনে কৃত সকল কার্যক্রম বা গৃহীত ব্যবস্থা এই আইনের অধীনকৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে; এবং

(৩) উপধারা (১)-এর অধীন রহিতকরণ সত্ত্বেও রহিত অধ্যাদেশের অধীন সূচিত কোনো কার্যক্রম এই আইনের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে এমনভাবে চলমান ও অব্যাহত থাকিবে, যেন উক্ত অধ্যাদেশ রহিত হয় নাই।

৪৫। **আইনের ইংরেজিতে অনূদিত পাঠ প্রকাশ—(১)** এই আইন প্রবর্তনের পর সরকার, সরকারি গেজেটে, প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের মূল বাংলা পাঠের ইংরেজিতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ (Authentic English Text) প্রকাশ করিবে; এবং

(২) বাংলা ও ইংরেজি পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে, তবে মেডিকেল টার্মিনোলজি ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে ইংরেজি শব্দ বা শব্দগুচ্ছ প্রাধ্যান্য পাইবে।